প্রথম আলো

29 JAN 2017
20 ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিবৃতি

পাঠ্যপুস্তকে ভুল পরিকল্পিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

পাঠ্যপুস্তকে ভুলের বিষয়টিকে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বপন ও নারী-পুরুষের ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টির অপপ্রয়াস হিসেবে মনে করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।

গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. রহমত উল্লাহ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, একটি জাতির উন্নয়ন-অগ্রগতির লক্ষ্যে মননশীল ও সৃজনশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য যেমন দরকার সঠিক শিক্ষাকাঠামো, তেমনি প্রয়োজন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রম। শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রম।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এবার ১ জানুয়ারি বিলি করা নতুন পাঠ্যপুস্তকে রয়ে গেছে অসংখ্য ভুল এবং তাতে তথ্য বিকৃতির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন বিতর্কিত ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়, যা সরকারের অর্জিত সাফল্য ম্লান করে দিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে যে বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তা রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনায় শুধু দায়িত্বহীনতার পরিচয়ই প্রদান করা হয়নি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা-দর্শন এবং বাঙালির হাজার বছরব্যাপী বহমান ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

পাঠ্যপুস্তকে ভুল

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বপন ও নারী-পুরুষের ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টির অপপ্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে শিক্ষকনেতারা বলেন, 'আমরা মনে করি, এটি অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক অন্তরায় হিসেবে দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি আমরা এও মনে করি, সরকারের চলমান অর্জনকে ব্যাহত এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে পাঠ্যপুস্তকে তথ্য বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।' তাঁরা এ 'ঘৃণ্য চক্রান্ত'কে প্রতিহত করতে দ্রুততম সময়ে তদন্ত সাপেক্ষে এর হোতাদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। পাশাপাশি তাঁরা অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের চর্চার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সব ভুল-ত্রুটি দ্রুত সংশোধন ও পরিমার্জন করে উদার বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রম প্রণয়নের জোর দাবি জানান।